بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর ২০শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ ২০শে ফেব্রুয়ারি আর এই দিনটি আহমদীয়া মুসলিম জামাতে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য সুপরিচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামের সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিদর্শন প্রার্থনা করেছিলেন কেননা ইসলামের ওপর অমুসলমানদের আক্রমন চরম রূপ ধারণ করেছিল বা চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল তাই তিনি (আ.) চিল্লাকশী (চল্লিশ দিন দোয়া করা-অনুবাদক)করেন আর আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ তাকে এক অসাধারণ নিদর্শনের সংবাদ দেন। এখন আমি এর বিস্তারিত বিবরণে যাবো না। এই বিষয়ে পূর্বেও আমি কয়েকটি খুতবা দিয়েছি। তাছাড়া প্রতি বছর জামাতে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জলসাও হয়ে থাকে যাতে জামাতের ওলামা এবং বক্তাগণ এ বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন। আর এর বিস্তারিত বিবরণ জামাতের এসেই থাকে। এ বছরও ইনশাল্লাহ্ তা'লা তা আসবে। আজকাল এ সম্পর্কে জলসাও হচ্ছে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বিভিন্ন সময় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যা বলেছেন তা তাঁর নিজের ভাষায় আজ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। এর সকল দিক আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, শুধুমাত্র কতিপয় কথা, কতেক উদ্বৃতি উপস্থাপন করব। ১৯৪৪ সনে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আজ এই ভবিষ্যদ্বাণীর ৫৯তম বছর আরম্ভ হচ্ছে। আজ থেকে পুরো ৫৮ বছর পূর্বে আজকের দিনে অর্থাৎ ১৮৮৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি এই হুশিয়ারপুরে (এটি হুশিয়ারপুরে প্রদত্ত বক্তৃতা) এবং এই বাড়িতে যা এখন আমার সামনে রয়েছে, অর্থাৎ যেখানে তিনি বক্তৃতা করছিলেন সেই মাঠের সামনেই বাড়িটি ছিল। এমন এক বাড়িতে যা তখন তাবেলা হিসেবে পরিচিত ছিল, অর্থাৎ তা বসতবাড়ী ছিল না বরং এক ধনাঢ্য ব্যক্তির অপ্রয়োজনীয় বাড়িগুলোর একটি ছিল যাতে ঘটনাক্রমে হয়তোবা কোন অতিথি অবস্থান করত অথবা সেখানে তারা স্টোর করার ব্যবস্থা রেখেছিল বা প্রয়োজনে পশুর পাল রাখার জন্য ব্যবহার হতো, কাদিয়ানের এক অপরিচিত ব্যক্তি, যাকে স্বয়ং কাদিয়ানের বাসিন্দারাও ভালভাবে চিনত না, ইসলাম এবং ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার প্রতি মানুষের বিরোধিতা দেখে, নির্ভৃতে নিজ প্রভুর ইবাদত করতে এবং তাঁর সাহায্য ও সমর্থন যাচনা করার জন্য আসেন এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত জনমানব হতে বিচ্ছিন্ন থেকে নিজ প্রভুর কাছে দোয়া

করেন। চল্লিশ দিন দোয়ার পর খোদা তা'লা তাকে একটি নিদর্শন প্রদান করেন। সেই নিদর্শন হলো, আমি কেবল তোমাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিই পূর্ণ করব না, শুধুমাত্র তোমার নামই পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব না বরং এই প্রতিশ্রুতিকে আরও মহিমার সঙ্গে পূর্ণ করার জন্য আমি তোমাকে এমন এক পুত্র সন্তান দান করবো যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আধার হবে। সে ইসলামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবে। খোদা তা'লার বাণীর তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করবে। রহমত এবং কল্যাণের নিদর্শন হবে আর ধর্মীয় এবং পার্থিব জ্ঞান যা ইসলাম প্রচারের জন্য আবশ্যক তা তাকে প্রদান করা হবে। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে দীর্ঘায়ু দান করবেন যতক্ষণ না সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করে।

পুনরায় তিনি (রা.) অন্য একস্থানে বলেন, জামাতের শত্রুরা এই আপত্তি করে থাকে যে, যখন এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণী পুরোটা পড়া হয়নি, প্রথমে মাত্র কয়েকটি কথা বর্ণিত হয়েছে, তিনি (রা.) বলেন, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হলে শত্রুরা এ সম্পর্কেও ক্রমাগতভাবে আপত্তি করা আরম্ভ করে। তাই ১৮৮৬ সনের ২২শে মার্চ তিনি (আ.) আরো একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। শত্রুরা এই আপত্তি করে, এমন ভবিষ্যদ্বাণীর বিশ্বাসই বা কি যে, আমার ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করবে! মানুষের ঘরে কী পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে না? কদাচিতই হয়তো এমন কোন এক ব্যক্তি হবে যার ঘরে কোন পুত্র সন্তান জন্ম নেয় না বা যার ঘরে শুধু কন্যা সন্তানই জন্মায় নতুবা সচরাচর মানুষের ঘরে পুত্র সন্তান হয়েই থাকে আর এই পুত্র সন্তানের জন্মকে কখনও কোন বিশেষ নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করা হয় না। তাই আপনার ঘরেও যদি কোন পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে তাহলে এটি কীভাবে প্রমাণ হতে পারে যে, এর মাধ্যমে পৃথিবীতে খোদা তা'লার কোন বিশেষ নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। তিনি (আ.) মানুষের এই আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে ২২শে মার্চের বিজ্ঞাপনে লিখেন, এটি শুধুমাত্র একটি ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং এক মহান ঐশী নিদর্শন যা মহা সম্মানিত ও মহিমান্বিত খোদা আমাদের সম্মানীত, দয়ালু ও স্নেহশীল নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যতা এবং মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য দেখিয়েছেন। এরপর একই বিজ্ঞাপনে তিনি (আ.) লিখেন, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে আর হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর কল্যাণে খোদা তা'লা এই অধমের দোয়া গ্রহণ করত এমন এক কল্যাণমন্ডিত আত্মাকে প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। আসল কথা হলো, যদি তিনি (আ.) নিজের ঘরে কেবল এক সাধারণ পুত্র হওয়ার সংবাদ দিলেও এই সংবাদ নিজ গুণে একটি ভবিষ্যদ্বাণী বলে গণ্য হতো কেননা, পৃথিবীর মানুষের একটি অংশ নিঃসন্দেহে এমন রয়েছে যাদের ঘরে কোন সন্তান-সন্ততি হয় না তা যত স্বল্প সংখ্যকই হোক না । আর দ্বিতীয়তঃ তিনি (আ.) যখন এই ঘোষণা করেন তখন তার বয়স পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধ্বে ছিল আর পৃথিবীতে সহস্র সহস্র এমন মানুষ বসবাস করেন যাদের ঘরে পঞ্চাশ বছরের পর সন্তান জন্ম নেয়া বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া এমনও অনেক মানুষ রয়েছে যাদের ঘরে শুধু কন্যা সন্তানই জন্মায়। আর এমন

মানুষও আছে যাদের ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নিলেও জন্মের কিছুদিন পরই তারা মারা যায়। আর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে এসব আশংকা বিদ্যমান ছিল। অতএব, প্রথমত কোন পুত্র সন্তানের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী করা কোন মানুষের সাধ্যের বিষয় নয় কিন্তু তবুও তিনি (আ.) তর্কের খাতিরে এই আপত্তিকে মেনে নিয়ে বলেন, যদি তর্কের খাতিরে একথা মেনেও নেয়া হয় যে, শুধুমাত্র কোন পুত্র সন্তান হওয়ার সংবাদ দেয়া ভবিষ্যদ্বাণী আখ্যা পেতে না পারে না তাহলে প্রশ্ন হলো, আমি কবে নিছক এক পুত্র সন্তান হওয়ার সংবাদ দিলাম? আমি তো এ কথা বলিনি যে, আমার ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম নিবে বরং আমি বলেছি, খোদা তা'লা আমার দোয়া সমূহ গ্রহণ করত এমন এক বরকতপূর্ণ ব্যক্তি বা আত্মা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। অতএব এহলো সেই ইলহামের সারমর্ম

এরপর আল্লাহ্ তা'লা দেখিয়েছেন, এর বিস্তারিত বিবরণে এখন আমি যাচ্ছি না যে, কীভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র ব্যক্তি সত্তায় এগুলো প্রকাশ পেয়েছে। এর কিছুটা পরবর্তীতে আমি তুলে ধরব। অনেকে আপত্তি করে থাকে, আপনি মুসলেহ্ মওউদ নন বরং সেই যুগেও এই আপত্তি ছিল যে, তিন চার শত বছর বা এক শত বা দুই শত বছর পর কোন এক সময় মুসলেহ্ মওউদ জন্ম লাভ করবেন। তিনি (রা. এই কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, অনেকে বলে, মুসলেহ্ মওউদ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরবর্তী কোন বংশধরদের মধ্য হতে তিন চার শত বছর পর জন্ম লাভ করবে; বর্তমান যুগে আসতে পারে না। কিন্তু তাদের মাঝে কেউ কী খোদা তা'লাকে ভয় করে না? অন্ততঃপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্যগুলো দেখা উচিত সেগুলো নিয়ে ভাবা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেন, ইসলামের বিরুদ্ধে এখন আপত্তি করা হয় যে ইসলাম নিজের মাঝে নিদর্শন প্রদর্শনের কোন বৈশিষ্ট্য রাখে না। যেমন পন্ডিত লেখরাম আপত্তি করছিল, ইসলাম যদি সত্য ধর্ম হয়ে থাকে তাহলে নিদর্শন দেখানো উচিত। ইন্দর মন এই আপত্তি করছিল, ইসলাম যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে নিদর্শন দেখানো হোক। তিনি (আ.) তখন খোদা তা'লার দরবারে সেজদাবনত হন আর বলেন, হে খোদা! তুমি এমন নিদর্শন দেখাও বা এমন নিদর্শন প্রদর্শন কর যা এই নিদর্শন প্রত্যাশীদের ইসলামের মাহাত্ম্য স্বীকারে বাধ্য করবে। এমন নিদর্শন প্রদর্শন করার কথা বলা হয়েছে যা ইন্দরমন মুরাদাবাদী প্রমুখকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মানতে বাধ্য করবে। এই আপত্তিকারীরা আমাদের বলে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়া করলেন তখন খোদা তা'লা না-কি তাঁকে এই সংবাদ দিয়েছেন যে, আজ থেকে তিন শত বছর পর আমরা তোমাকে এমন এক পুত্র সন্তান দান করব যে ইসলামের সত্যতার নিদর্শন হবে। পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে এই কথাকে যুক্তিযুক্ত আখ্যা দেবে। এটি তো এমন কথা হলো যেমন কোন ব্যক্তি প্রচন্ড পিপাসার্ত হয়ে কারো দ্বারে যায় আর বলে, ভাই আমার খুবই তেষ্টা পেয়েছে। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে পানি পান করাও আর সে ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে বলে, ভাই আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আমেরিকায় চিঠি লিখেছি। সেখান থেকে এই বছরেরই

শেষ দিকে উন্নত মানের এক নির্যাশ আসবে আর পরের বছরই আপনাকে শরবত বানিয়ে পান করানো হবে। কোন বদ্ধ পাগলও এমন কথা বলতে পারে না। আর কোন বদ্ধ উম্মাদও খোদা এবং তাঁর রসূলের প্রতি এমন কথা আরোপ করতে পারে না।

পন্ডিত লেখরাম, মুন্সি ইন্দরমন মুরাদাবাদী আর কাদিয়ানের হিন্দুরা বলছে, ইসলাম সম্পর্কে এই দাবী করা যে, এর খোদা পৃথিবীকে নিদর্শন প্রদর্শন করার ক্ষমতা রাখেন, একটি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন দাবী। যদি এই দাবীর কোন সত্যতা থেকে থাকে তাহলে আমাদের নিদর্শন দেখানো হোক। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সেজদাবনত হন আর বলেন, হে খোদা! আমি তোমার কাছে এই প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে তোমার রহমতের নিদর্শন দেখাও, তুমি আমাকে তোমার শক্তি এবং নৈকট্যের নিদর্শন দান কর। অতএব নিদর্শন তলবকারীদের জীবদ্দশায় নিকটবর্তী সময়ে এই নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া উচিত আর কার্যতঃ তাই হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১৮৮৯ সনে যখন আমার জন্ম হয় তখন তারা জীবিত ছিল যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল। আর আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীও ক্রমবর্ধমানহারে অবিরাম ধারয় প্রকাশ পেতে থাকে।

কীভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সত্তায় পূর্ণ হয়, এ সংক্রান্ত নিজের একটি রুইয়্যা বা সত্য স্বপ্নের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি সেই সব সাদৃশ্য বর্ণনা করছি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে আমার স্বপ্নের রয়েছে। যেমনটি আমি বলেছি, তিনি (রা.) একটি রুইয়্যা বা স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি, আমার মুখ থেকে এই বাক্য নিসৃত হচ্ছে যে, আনাল মসীহুল মওউদু, মসীলুহু ওয়া খলীফাতুহু। এই শব্দগুলো আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হওয়া আমার জন্য এতটাই বিস্ময়কর ছিল যে আতঙ্কে আমি প্রায় জেগেই উঠেছিলাম যে, আমার মুখ থেকে এ কেমন শব্দ বের হলো; বাস্তবে তো এটি হতেই পারে, কিন্তু স্বপ্নেও আমার অবস্থা এমনই হয়ে যায়। পরবর্তীতে কোন কোন বন্ধু মনোযোগ আকর্ষণ করেন, মসীহী নফস হওয়ার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সনের বিজ্ঞাপনেও রয়েছে। যদিও সেই দিন আমি এই বিজ্ঞাপন পড়ে এসেছিলাম কিন্তু আমি যখন খুতবা পাঠ করছিলাম তখন বিজ্ঞাপনের এই শব্দগুচ্ছ আমার স্মরণ ছিল না। খুতবার পর সম্ভবত দ্বিতীয় দিন মৌলভী সৈয়্যদ সরোয়ার শাহ্ সাহেব আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিজ্ঞাপনেও লেখা আছে, সে পৃথিবীতে আসবে আর নিজের মসীহি সত্তা ও পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যধিমুক্ত করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীতেও মসীহ্ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি প্রতিমা ভাঙ্গছি। এর ইঙ্গিতও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশে পাওয়া যায়, সে রূহুল হক বা পবিত্র আত্মার কল্যাণে বা প্রসাদে বহু মানুষকে ব্যধিমুক্ত করবে।

তিনি (রা.) বলেন, রূহুল হক মূলতঃ তৌহীদের রূহকে বলা হয় আর আসল কথা হলো, খোদা তা'লার সত্তাই হলো আসল আর বাকি সবকিছুই ছায়া বা প্রতিবিম্ব। অতএব রূহুল হক বা পবিত্র আত্মার অর্থ হচ্ছে তৌহীদের প্রাণ যা সম্পর্কে বলা হয়েছিল, সে এর কল্যাণে অনেক মানুষকে ব্যধিমুক্ত করবে। তৃতীয়তঃ আমি (স্বপ্নে) এটিও দেখেছি যে, আমি দৌড়াচ্ছি। সুতরাং খুতবাতে আমি একথাও উল্লেখ করেছিলাম, স্বপ্নে আমি শুধু এটিই দেখিনি যে, আমি দ্রুত হাঁটছি বরং আমি দৌড়াচ্ছি আর আমার পদতলে ভূমি সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে। প্রতিশ্রুত সন্তান সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতেও এই শব্দগুলো রয়েছে, সে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। একইভাবে আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি কতিপয় ভিন দেশে গিয়েছি আর সেখানেও আমি নিজের কর্মকান্ড শেষ করিনি বরং আমি আরো সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সংকল্প করছি। যেন আমি বলছি, হে আব্দুশ্ শকূর! এখন আমি সম্মুখে এগিয়ে যাব আর যখন এই সফর থেকে ফিরে আসব তখন দেখব, এই সময়ের মধ্যে তুমি কি তৌহীদকে প্রতিষ্ঠিত করেছ? শির্ককে নির্মূল করেছ? আর ইসলাম এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষাকে মানুষের হৃদয়ে গ্রথিত-প্রথিত করেছ ? আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর যে কালাম বা বাণী অবতীর্ণ করেছেন তাতেও এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেমন লেখা আছে, সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করবে। এই শব্দগুচ্ছও তার দূর-দুরান্তে গমন এবং অগ্রসর হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

এরপর ভবিষ্যদ্বাণীতে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, তাকে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে। এর প্রতিও আমার স্বপ্নে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। যেমন স্বপ্নে আমি অতি উচ্চস্বরে বলছি, আমি সেই ব্যক্তি যাকে ইসলাম ধর্মের জ্ঞান এবং আরবী ভাষার জ্ঞান তথা এই ভাষার দর্শন মায়ের কোলে থাকতে মাতৃদুগ্ধের সাথে পান করানো হয়েছে। এরপর এটিও লেখা আছে, সে ঐশী প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। স্বপ্নে এর প্রতিও স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেমনটি আমি বলেছি, স্বপ্নে আমার কথা (কারো) নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, আমার মুখ দিয়ে খোদা তা'লা কথা বলা আরম্ভ করেছেন। এরপর মহানবী (সা.) আসেন আর তিনি আমার ভাষায় কথা বলেন। তারপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসেন এবং আমার ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করেন। এটি ঐশী প্রতাপ প্রকাশের কারণ যার উল্লেখ ভবিষ্যদ্বাণীতেও পাওয়া যায়। অতএব উভয়ের মাঝে এটিও একটি বিদ্যমান সাদৃশ্য ।

এরপর লেখা আছে, 'সে মহিমান্বিত ও মাহাত্ম্যর অধিকারী হবে' এটি ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্য। আর স্বপ্নেও এটি দেখানো হয়েছে, একটি জাতির মাঝে আমি এক ব্যক্তিকে নেতা মনোনীত করি আর যেভাবে এক শক্তিশালী বাদশাহ্ তার অধীনস্তকে আদেশ দেয় অনুরূপভাবে আমিও বলি, হে আব্দুশ্ শকূর!, তোমার দেশের স্বল্পতম সময়ে তৌহিদের প্রতি ঈমান আনা, শির্ক পরিত্যাগ করা, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার ওপর আমল করা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশাবলীকে নিজেদের দৃষ্টিতে রাখার বিষয়ে আমার পক্ষ থেকে তোমার ওপর দায়িত্ব থাকবে। এটি মহা মহিমান্বিত এবং মহান সত্তারই উক্তি হতে পারে যা স্বপ্নে আমার মুখে জারি করা হয়েছে। 'আমরা

তার মাঝে আমাদের রূহ ফুৎকার করব' ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত এ কথাটি এর প্রতি ইঙ্গিত করে যে, তার প্রতি ঐশী বাণী অবতীর্ণ হবে আর স্বপ্নে এরও উল্লেখ রয়েছে। অতএব ঐশী ইচ্ছার অধীনে স্বপ্নে আমার উপলব্ধি হয় যে, এখন আমি কথা বলছি না বরং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইলহামী ভাষায় আমাকে কথা বলানো হচ্ছে। তাই স্বপ্নের এই অংশে ভবিষ্যদ্বাণীর এই কথাগুলোরই পূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, আমরা তার মাঝে আমাদের রূহ ফুৎকার করব।

এরপর স্বপ্নের এই অংশও ভবিষ্যদ্বাণীর সেই শব্দগুলোর সত্যায়ন করে, স্বপ্নে আমার উপলব্ধি হয় যে, প্রতিটি পদক্ষেপ যা আমি নিচ্ছি তা পূর্ববর্তী কোন ওহী অনুযায়ী নিচ্ছি। এখন আমি মনে করি, আগামীতে যে সফরই আমি করব তা পূর্ববর্তী কোন ওহী-সম্মত হবে। এর মাধ্যমে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর একথা বলা হয়েছিল যে, আমার জীবন এই ভবিষ্যদ্বাণীরই প্রতিফলিত চিত্র আর ঐশী নিয়ন্ত্রণের অধীনে। এই ভবিষ্যদ্বাণী কার সম্পর্কে? এ সংক্রান্ত যে অস্পষ্টতা রাখা হয়েছিল; এখন আমি মনে করি এতে অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা হলো, মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ফলে কোথাও সেই মানবীয় জ্ঞানের স্বপ্নের ওপর প্রভাব না পড়ে যায় যা ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে পূর্বেই আমার আত্মস্থ ছিল। স্বপ্ন এবং ইলহামে এ ধরনের পরিকল্পনা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সর্বদা অবলম্বন করা হয় আর ঐশী রহস্যাবলীর মাঝে এটিও একটি রহস্য। এগুলো হলো, সেই সাদৃশ্য যা আমার স্বপ্ন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর মাঝে দেখতে পাওয়া যায়।

সাহাবীদের (রা.) একটি বড় অংশ এবং তাবেঈনদেরও একটি বড় শ্রেণীর উপস্থিতিতে ১৯৩৬ সনের শূরার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এখন ১৯৩৬ সন, এটি অনেক পূর্বের কথা অর্থাৎ তিনি (রা.) মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যখন এই ঘোষণা করেছিলেন, আমিই মুসলেহ্ মওউদ এটি তারও প্রায় আট বছর পূর্বের কথা। ৮ বছর পূর্বে বলেছিলেন, এখন আমাদের জামাতের জন্য শুধু খিলাফতের প্রশ্নই নয় বরং আরও দু'টি প্রশ্ন রয়েছে। একটি হলো, নবুয়তের নিকটবর্তী যুগের প্রশ্ন আর দ্বিতীয় হলো, প্রতিশ্রুত খিলাফতের প্রশ্ন। এই উভয় বিষয়ই এমন যা প্রত্যেক খলীফার অনুসারীরা লাভ করতে পারে না। পূর্বেও একবার সম্ভবত গত বছরের কোন খুতবায় আমি এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছিলাম। তিনি (রা.) বলেন, আজ থেকে এক শত বা দুই শত বছর পর বয়আত গ্রহণকারীদের ভাগ্যে এসব বিষয় জুটবে না। সেই যুগের সাধারণ মানুষতো বটেই বরং খলীফারাও আমাদের কথা, আমল এবং নির্দেশনার মাধ্যমে দিক-নির্দেশনা লাভের মুখাপেক্ষী থাকবেন। আর আমাদের কথা তো পরে আসবে তারা বরং আপনাদের কথা, আমল এবং নির্দেশনা নেয়ার মুখাপেক্ষী থাকবে। সেই সময় যেসব সাহাবী উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে এই কথা বলা হচ্ছে। তিনি বলেন, তারা খলীফা হবেন কিন্তু তারা বলবেন, যায়েদ অমুক খিলাফতকালে এই কথা বলেছিল আর এমন কাজ করেছিল তাই আমাদেরও তদ্রূপ করা উচিত। অতএব এটি শুধু খিলাফত এবং ব্যবস্থাপনারই প্রশ্ন নয় বরং

ধর্মেরও প্রশ্ন। এরপর শুধু খিলাফতেরই প্রশ্ন নয় বরং এমন খিলাফতের প্রশ্ন যা প্রতিশ্রুত খিলাফত। ইলহাম এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের প্রশ্ন। খিলাফতের একটি ধরন হলো, খোদা তা'লা মানুষের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন করান এবং এরপর তাকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দেন। কিন্তু এটি সেরূপ খিলাফত নয়। তিনি (রা.) নিজের খিলাফত সম্পর্কে বলেন, এটি সেরূপ খিলাফত নয়। অর্থাৎ আমি শুধু এজন্য খলীফা নই যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের মৃত্যুর পরের দিন আহমদীয়া জামাতের লোকেরা সমবেত হয়ে আমার খিলাফতের বিষয়ে একমত হয়েছে। বরং আমি এ কারণে খলীফা যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের খিলাফতেরও পূর্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোদা তা'লার ইলহামের আলোকে বলেছিলেন, আমি খলীফা হব। অতএব আমি শুধুমাত্র খলীফা নই বরং প্রতিশ্রুত খলীফা। আমি মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নই কিন্তু আমার কণ্ঠ খোদা তা'লার কণ্ঠ কেননা, খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এর সংবাদ দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ এই খিলাফতের মাকাম বা মর্যাদা মা'মুরিয়াত এবং খিলাফতের মধ্যবর্তী কোন মাকাম বা মর্যাদা। এটি এমন বিষয় নয় যে, আহমদীয়া জামাত একে বৃথা যেতে দিবে আর খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সফল বিবেচিত হবে। যেভাবে একথা সঠিক, নবী প্রতিদিন আসেন না তদ্রূপে একথাও সঠিক যে প্রতিশ্রুত খলীফাও প্রতিদিন আগমন করেন না। তাছাড়া একথা বলার সুযোগ যে, খোদা তা'লার নবী পঁচিশ-ত্রিশ বছর পূর্বে অমুক কথা আমাদের এভাবে বলেছেন, এই সুযোগও প্রতিদিন পাওয়া যায় না। আধ্যাত্মিকতা এবং নৈকট্যের যে চেতনা সেই ব্যক্তির হৃদয়ে সৃষ্টি হতে পারে যে একথা বলার সুযোগ পায়, আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট এবং প্রেরিত ব্যক্তি এটি বলেছিল, তা সেই ব্যক্তির হৃদয়ে কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে যে কেবল এটি বলার সুযোগ পায়, আজ থেকে দুই শত বছর পূর্বে খোদা তা'লার প্রেরিত ব্যক্তি অমুক কথা এভাবে বলেছিলেন। কেননা দুইশত বছর পর যে বলবে সে এর সত্যায়ন করতে পারবে না কিন্তু বিশ-ত্রিশ বছর পরে যে ব্যক্তি বলবে সে এর কথার সত্যায়ন করতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি (রা.) বলেন, এ যুগের লোকদের কথাবার্তা থেকে ভবিষ্যতের খলীফারা শিক্ষা গ্রহণ করবেন এবং তা বর্ণনা করবেন।

এরপর মানুষের একথা বলা, আপনি যদি মুসলেহ্ মওউদ হয়ে থাকেন তাহলে একথার ঘোষণা দিচ্ছেন না কেন? অথচ তিনি (রা.) ১৯৪৪ সনে করেছিলেন। যাহোক, এর উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, মানুষ এই চেষ্টাও করেছে, আমি যেন মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার দাবী করি কিন্তু আমি কখনও এর প্রয়োজন অনুভব করিনি। বিরুদ্ধবাদীরা বলে, আপনার অনুসারীরা আপনাকে মুসলেহ্ মওউদ বলে কিন্তু আপনি নিজে কখনও এর দাবী করেন না। কিন্তু আমি বলি, আমার দাবী করার কী প্রয়োজন? যদি আমি মুসলেহ্ মওউদ হয়ে থাকি তাহলে আমার দাবী না করাতে আমার মর্যাদায় কোন তারতম্য ঘটতে পারে না। আমার বিশ্বাস হলো, যে ভবিষ্যদ্বাণী এমন এক ব্যক্তির জন্য করা হয় যে কিনা মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নয় তার দাবী করা আবশ্যক নয়। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস

হলো, যে ব্যক্তি মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নয় তার জন্য কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর অনুকুলে দাবী করা আবশ্যক নয় আর মুজাদ্দিদগণও গয়ের মা'মুর হয়ে থাকেন বা প্রত্যাদিষ্ট নন। তাই এমন দাবী করার আমার কী প্রয়োজন? মহানবী (সা.) রেল গাড়ি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। প্রশ্ন হলো, রেল গাড়ির জন্য এখন দাবী করা কি আবশ্যক? অনুরূপভাবে দাজ্জাল-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে কিন্তু দাজ্জালের দাবী করা কী আবশ্যক? তবে হ্যাঁ মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্টের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে দাবীর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু যিনি মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নন তিনি যদি নাও জানেন যে, ভবিষ্যদ্বাণী তার সত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে তবুও এতে কোন ক্ষতি নেই। উম্মতে মুসলেমার মুজাদ্দিদদের যে তালিকা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখানেরা পর ছাপা হয়েছে তাদের মাঝে কতজন আছেন যারা দাবী করেছিলেন? আমি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি, "আমার কাছে তো আওরঙ্গযেবকেও তার যুগের মুজাদ্দিদ মনে হয়"। কিন্তু তিনি কী কোন দাবী করেছেন? ওমর বিন আব্দুল আযীযকে মুজাদ্দিদ বলা হয়। তাঁর কোন দাবী আছে কী? অতএব যারা মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নয় তাদের জন্য দাবী করা আবশ্যক নয়। কেবল মা'মুরদের জন্য কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রেই দাবী করা আবশ্যক হয়ে থাকে। যারা মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নন তাদের কাজের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। যদি কাজ পূর্ণ হতে দেখা যায় তাহলে তার দাবীর কী প্রয়োজন? এরূপ ক্ষেত্রে তো সে যদি অস্বীকারও করতে থাকে তবুও আমরা বলব, তার মাধ্যমেই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। যদি ওমর বিন আব্দুল আযীয মুজাদ্দিদ হওয়ার কথা অস্বীকারও করতেন তবুও আমরা বলতে পারতাম, তিনিই তার যুগের মুজাদ্দিদ কেননা, মুজাদ্দিদের জন্য কোন দাবীর প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র সেসব মুজাদ্দিদের জন্যই দাবী করা আবশ্যক যারা মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট। তবে হ্যাঁ মা'মুর নয় এমন ব্যক্তি যদি নিজের যুগে পতনোন্মুখ ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেন আর শত্রুর আক্রমন প্রতিহত করেন, তিনি যদি নাও বুঝতে পারেন তবুও আমরা বলতে পারি যে, তিনি মুজাদ্দিদ। মুজাদ্দিদ এর কাজ হলো, ইসলামের পড়ন্ত কাঠামোকে দাঁড় করানো, ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুর আক্রমনকে প্রতিহত করা। আর যিনি এই কাজ করেন তিনিই মুজাদ্দিদ। তিনি (রা.) বলেন, হ্যাঁ মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ সে-ই হতে পারে যে দাবী করে যেমন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) করেছিলেন। অতএব আমার পক্ষ থেকে মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার দাবী করার কোন প্রয়োজন নেই আর বিরোধীদের এমন কথায় বিচলিত হওয়ারও কোন আবশ্যকতা নেই। এতে কোন অমর্যাদার বিষয় নেই। আসল সম্মান তা-ই যা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে লাভ হয়; পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টিতে কেউ লাঞ্ছিতই হোক না কেন। যদি তারা খোদা তা'লার অনুসরণ করে তাহলে তাঁরা অবশ্যই সম্মানিত হবেন। আর কোন ব্যক্তি যদি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের ভ্রান্ত দাবীকে সত্য বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করে, আর নিজের ধূর্ততা ও প্রতারণার মাধ্যমে মানুষের মাঝে বিজয়ও অর্জন করে নেয় তবুও সে খোদার দরবারে সম্মান লাভ করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি

খোদার দরবারে সম্মানিত নয় বাহ্যিকভাবে তাকে যত সম্মানিতই মনে করা হোক না কেন সে কিছু হারিয়েছে বৈকি অর্জন করেনি—অবশেষে একদিন সে অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে।

এরপর ১৯৪৪ সনে যখন তিনি (রা.) এই দাবী করেন অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার ঘোষণা দেন তখন তিনি বলেন, আমাদের জামাতের বন্ধুরা এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং এই ধরনের অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী বারবার আমার সামনে উপস্থাপন করেন আর একথার ওপর জোর দেন যে, সেগুলো আমার ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়েছে– এ মর্মে আমি যেন ঘোষণা দেই, যেমনটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমি তাদেরকে সর্বদা একথাই বলেছি, ভবিষ্যদ্বাণী নিজের পরিপূরণস্থলকে নিজেই প্রকাশ করে। যদি এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্পর্কে হয়ে থাকে তাহলে যুগ নিজেই স্বাক্ষ্য দিবে, এসব ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল আমি। আর যদি তা আমার সম্পর্কে না হয়ে থাকে তাহলে যুগের স্বাক্ষ্য আমার বিপরীতে যাবে। উভয় ক্ষেত্রে আমার বলার কোন প্রয়োজন নেই। যদি এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্পর্কে না হয় তাহলে আমি একথা বলে কেন গুনাহ্গার হব যে এগুলো আমার সম্পর্কে করা হয়েছে। আর যদি সত্যিই আমার সম্পর্কে করা হয়ে থাকে তাহলে আমার ত্বরাপরায়ণ হওয়ার প্রয়োজন কী? সময় নিজেই তা প্রকাশ করে দিবে। মোটকথা যেভাবে ঐশী ইলহামে বলা হয়েছিল, তারা বলে আগমনকারী ব্যক্তি কী ইনিই নাকি আমরা অন্য কারো জন্য পথ চেয়ে থাকব। পৃথিবীর মানুষ এই প্রশ্নের এতবার পুনরাবৃত্তি করেছে যে, প্রশ্ন করতে করতে এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এই দীর্ঘ সময় সম্পর্কেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন ইলহামে সংবাদ রয়েছে । উদাহারণ স্বরূপ হযরত ইয়াকূব (আ.) সম্পর্কে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইগণ বলেছিল, ইউসুফের কথা বলতে বলতে তুমি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে বা তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এই ইলহামই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিও হয়েছে। একইভাবে এই ইলহাম হওয়া, আমি ইউসুফের সুগন্ধ পাচ্ছি, এটি একথার প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে খোদা তা'লার ইচ্ছার অধীনে এই বিষয়টি দীর্ঘদিন পরে প্রকাশ পাবে। এখনও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এসব ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মৃত্যুর নিকটবর্তী সময় পর্যন্তও যদি আমাকে এই জ্ঞান না দেয়া হত যে, এগুলো আমার সম্পর্কে বরং যদি মৃত্যুকাল পর্যন্তও আমাকে এই জ্ঞান না দেয়া হত এতে কোন সমস্যা ছিল না। ঘটনাক্রম নিজেই প্রকাশ করত যে এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার যুগে এবং আমার হাতে পূর্ণ হয়েছে তাই আমিই এর পরিপূরণস্থল । সমর্থনসূচক কোন কাশ্ফ এবং ইলহাম নাযিল হওয়া একটি অতিরিক্ত বিষয়। কিন্তু খোদা তা'লা নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী এ বিষয়টি যেহেতু প্রকাশ করে দেন আর আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে জ্ঞানও দান করেন যে মুসলেহ্ মওউদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ আমার জন্য করা হয়েছে; তাই আজ প্রথমবার আমি সেসব ভবিষ্যদ্বাণী আনিয়ে এই মানসে দেখেছি যেন এসব ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা বুঝতে পারি আর খতিয়ে দেখতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'লা এতে কি কি কথা বর্ণনা করেছেন। আমাদের জামাতের বন্ধুরা যেহেতু আমার প্রতি সেসব ভবিষ্যদ্বাণী আরোপ করতো তাই আমি সর্বদা এসব ভবিষ্যদ্বাণী মনোযোগ দিয়ে

পড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং আশংকা হতো পাছে কোন ভুল ধারণা যেন আমার মন-মস্তিষ্কে জন্ম না নেয়। কিন্তু আজ প্রথম বার আমি সেসব ভবিষ্যদ্বাণী পড়ি আর এসব ভবিষ্যদ্বাণী পড়ার পর আমি খোদা তা'লার কৃপায় দৃঢ় বিশ্বাস এবং নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি, খোদা তা'লা এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার মাধ্যমেই পূর্ণ করেছেন।

এমন সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন তিনি বলেছিলেন, আমার কোন প্রকার ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই। এরপর সেই সময়ও এসেছে যখন আল্লাহ্ তা'লা তার কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তুমিই মুসলেহ্ মওউদ, তাই ঘোষণা কর। তিনি আপত্তিকারী এবং অমান্যকারীদের সুস্পষ্টভাবে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি বলছি এবং খোদা তা'লার কসম করে বলছি, আমার মাঝেই মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকেই সেসব ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরণস্থল বানিয়েছেন যা এক প্রতিশ্রুত পুত্রের আগমন সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) করেছিলেন। যে ব্যক্তি মনে করে আমি মিথ্যা রচনা করছি বা এ সম্পর্কে মিথ্যার ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছি সে আসুক এবং এ বিষয়ে আমার সাথে মুবাহালা করুক অথবা আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি কামনা করে কসম খেয়ে সে ঘোষণা করুক যে খোদা তা'লা তাকে জানিয়েছেন, আমি মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছি। এরপর আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তাঁর ঐশী নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে বিষয়টির মিমাংসা করবেন, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।

এরপর ভবিষ্যদ্বাণীর বিভিন্ন অংশের একটি আমি ব্যাখ্যা করছি। যেমন ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ ছিল, তাকে বাহ্যিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে। মূল কথা ছিল তাকে বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে, তা থেকে একটি অংশ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিয়েছেন অর্থাৎ তাঁকে বাহ্যিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে। একস্থানে তিনি বলেন, এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত মর্ম হলো, সে বাহ্যিক জ্ঞান শিখবে না বরং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাকে এই জ্ঞান শিখানো হবে। স্মরণ রাখা উচিত, এখানে একথা বলা হয়নি যে, তিনি বাহ্যিক জ্ঞানে পারদর্শী হবেন বরং বাক্য হচ্ছে, তাকে বাহ্যিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে যার অর্থ হচ্ছে, অন্য কোন শক্তি তাকে এই বাহ্যিক জ্ঞান শিখাবে। তার নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টা, অধ্যবসায় এবং প্রচেষ্টার এতে কোন ভূমিকা থাকবে না। এখানে বাহ্যিক জ্ঞানের অর্থ গণিত এবং বিজ্ঞান ইত্যাদি হতে পারে না কেননা এখানে পূর্ণ করা হবে শব্দ রয়েছে যা থেকে বোঝা যায়, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাকে এই জ্ঞান শিখানো হবে আর খোদার পক্ষ থেকে বিজ্ঞান, গণিত কিংবা ভূগোলের জ্ঞান শিখানো হয় না বরং ধর্ম ও কুরআন শিখানো হয়। অতএব ভবিষ্যদ্বাণীর এই অংশ যে, তাকে বাহ্যিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে এর অর্থ হলো, তাকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান এবং কুরআনের জ্ঞান শিখানো হবে এবং খোদা তা'লা স্বয়ং তার শিক্ষক হবেন। তিনি বলেন, আমার শিক্ষা যেভাবে হয়েছে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, আমার শিক্ষার ক্ষেত্রে মানবীয় কোন হাত ছিল না। আমার শিক্ষকদের মধ্য হতে কিছু

বেঁচে আছেন, আবার কতেক মারাও গেছেন। আমার শিক্ষার ক্ষেত্রে আমার প্রতি সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হলো, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর।

এরপর তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ফিরিশ্তাদের মাধ্যমে আমাকে পবিত্র কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং আমার মাঝে তিনি এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন যেভাবে কেউ কোন ধন ভান্ডারের চাবি পেয়ে যায়; ঠিক এভাবে আমি পবিত্র কুরআনের জ্ঞান-ভান্ডারের চাবি লাভ করেছি। পৃথিবীতে এমন কোন আলেম নেই যে আমার সামনে আসবে আর আমি তার কাছে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবো না। তিনি (রা.) লাহোরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, এটি লাহোর শহর। এখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, বিভিন্ন কলেজ খোলা হয়েছে। বড় বড় জ্ঞানের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এখানে রয়েছেন। আমি তাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি, পৃথিবীর যে কোন জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমার সামনে আসুক, পৃথিবীর যে কোন অধ্যাপক আমার সামনে আসুক, পৃথিবীর যে কোন বিজ্ঞানী আমার সামনে এসে দাঁড়াক এবং সে তার জ্ঞানের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের ওপর আক্রমন করে দেখুক, আমি আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তাকে এমন উত্তর দিতে পারি বা এমন দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে পারি যে, পৃথিবীর মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হবে, তার আপত্তির খন্ডন হয়েছে। আর আমি দাবীর সাথে বলছি, আমি খোদা তা'লার কালাম হতেই তার উত্তর দিব এবং পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকেই তার আপত্তি খন্ডন করে দেখাব।

তিনি (রা.) "আহমদীয়াতের পয়গাম" নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন যাতে 'আহমদীয়াত কী '—মর্মে প্রশ্নকারীদের কথার উত্তর রয়েছে। এই প্রবন্ধের একস্থলে তিনি বলেন, লেখক স্বয়ং ফিরিশ্তাদের নিকট থেকে অনেক কিছু শিখেছে। একদা এক ফিরিশতা আমাকে সূরা ফাতিহার তফসীর শিখান আর তখন থেকে নিয়ে অদ্যবধি সূরা ফাতেহার জ্ঞান এত ব্যাপকভাবে আমার নিকট উম্মোচিত হয়েছে যে, এর কোন সীমা নেই এবং আমি দাবী করে বলছি, অন্য যে কোন ধর্মের লোক তার সমগ্র ধর্মগ্রন্থ হতে যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবে খোদার ফযলে তা হতে অনেক বেশি জ্ঞান আমি শুধু সূরা ফাতিহা হতেই বর্ণনা করতে পারি। বহুদিন ধরে আমি বিশ্ববাসীকে এই চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছি কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ, খোদার একত্ববাদের প্রমাণ, রিসালতের আবশ্যকতা, পূর্ণ শরীয়তের লক্ষণাবলী ও মানব মন্ডলীর জন্য এর প্রয়োজনীয়তা, দোয়া, তকদীর, হাশর-নাশর, বেহেশত, দোযখ, সূরা ফাতিহার মাধ্যমে এই সমস্ত বিষয়ের ওপর এমনভাবে আলোকপাত হয় যে, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের শত শত পৃষ্ঠা পাঠ করলেও ততটা সম্ভব নয়।

এরপর তিনি (রা.) বলেন, খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা কুরআনের জ্ঞান এত ব্যাপকভাবে আমার কাছে উম্মোচন করেছেন যে, এখন কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুসলেমাহ্ আমার বই-পুস্তক পাঠ করতে এবং তা থেকে উপকৃত হতে বাধ্য। এমন কোন্ ইসলামী

বিষয় আছে যা আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমে সবিস্তারে উম্মোচন করেন নি। নবুয়ত, কুফর, খিলাফত, তকদীর, কুরআনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদির উদঘাটন এবং ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী রাজনীতি এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে গত তের শত বছর ধরে তেমন কোন সুস্পষ্ট প্রবন্ধ ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইসলাম সেবার এই তৌফিক দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমেই এই বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অন্তর্নিহিত তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উম্মোচন করেছেন যা আজ শত্রু-মিত্র সকলেই নকল করছে। আমাকে কেউ লক্ষ বার গালি দিক বা ভাল-মন্দ বলুক, যে ব্যক্তি বিশ্বে ইসলামের শিক্ষা প্রচার করতে চাইবে তাকে আমার দারস্থ হতেই হবে। সে পয়গামী হোক বা মিস্ত্রি হোক, আমার অনুগ্রহের গন্ডির বাইরে তারা কোন ক্রমেই যেতে পারবে না। তাদের সন্তান-সন্ততিরা যখনই ইসলামের সেবা করার ইচ্ছা করবে আমার বই পুস্তক পড়তে এবং কাজে লাগাতে বাধ্য হবে। বরং আমি গর্ব না করেই বলতে পারি, এই ব্যাপারে সবথেকে বেশী তথ্য আমার মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে এবং হচ্ছে। অতএব এরা আমাকে যাই বলুক না কেন, যত ইচ্ছা গালি দিক না কেন তারা যদি কুরআনের জ্ঞান লাভ করতে চায় তাহলে আমার মাধ্যমেই লাভ করতে পারবে এবং বিশ্ববাসী তাদেরকে একথা বলতে বাধ্য হবে যে, হে নির্বোধেরা! তোমাদের থলিতে যা কিছু আছে তা তো তোমরা তার কাছ থেকেই নিয়েছ। তাহলে কোন মুখে তার বিরোধিতা করছ?

এরপর অপর এক খুতবায় তিনি বলেন, আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন। (হুযূর বলেন, এটি অনেক দীর্ঘ তাই সময়ের দিকে দৃষ্টি রেখে আমি ছেড়ে দিচ্ছি) এরপর তিনি (রা.) আরও বলেন, শিক্ষকের ঘটনাটি হলো, তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর দরসে উপস্থিত হতেন কিন্তু তার অন্যান্য সহকর্মীদের দরসে তিনি যেতেন না। তিনি বলতেন, সেখানে আমি নতুন কিছু শুনতে পাই না। এই হলো ঘটনার সারকথা (যা হুযূর বাদ দিয়েছেন)।

এরপর এক জায়গায় তিনি (রা.) বলেন, ১৯০৭ সনে সর্বপ্রথম জনসমক্ষে আমি কোন বক্তৃতা করি। জলসার সময় ছিল, অনেক মানুষ উপস্থিত ছিল, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি সূরা লোকমান এর দ্বিতীয় রুকু পাঠ করি এবং এর তফসীর বর্ণনা করি। আমার নিজের অবস্থা তখন এমন ছিল, যখন আমি বক্তৃতা দিতে দাঁড়াই, যেহেতু এর পূর্বে আমি কখনও জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিনি আর আমার বয়সও তখন মাত্র আঠার বছর ছিল, এছাড়া তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আঞ্জুমানের সদস্যগণও ছিলেন এবং অন্যান্য বন্ধুরাও এসেছিলেন। তাই আমার চোখের সামনে তখন অন্ধকার ছেয়ে যায়। আমি তখন জানতামইনা যে আমার সামনে কে বসে আছে আর কে নেই। আমি আধা ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টা পর্যন্ত বক্তৃতা করি। বক্তৃতা সমাপ্ত করে যখন আমি বসি আমার স্মরণ আছে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, মিয়াঁ আমি তোমাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি, তুমি অনেক উন্নত মানের বক্তৃতা করেছ। আমি তোমাকে খুশি করার জন্য বলছি না। আমি

তোমাকে নিশ্চিত করে বলছি, আমি প্রচুর পড়াশুনার অভ্যাস রাখি এবং অনেক বড় বড় তফসীর গ্রন্থও পাঠ করেছি কিন্তু আমিও আজ তোমার বক্তৃতায় পবিত্র কুরআনের সেই সব অর্থ শুনেছি যা পূর্ববর্তী কোন তফসীরে আমি পাইনি এমনকি এর পূর্বে আমি তা জানতামই না। এটি কেবল আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপাই ছিল নতুবা আসল কথা হচ্ছে তখন আমার অধ্যয়নও তত বেশি ছিল না আর পবিত্র কুরআনে গভীর অভিনিবেশের দীর্ঘ সময়ও অতিবাহিত হয়নি। তারপরও আল্লাহ্ তা'লা আমার মুখ থেকে এমন তত্ত্বপূর্ণ বাণী নিঃসৃত করেছেন যা ইতোপূর্বে বর্ণনা হয়নি বা বর্ণিত হয়নি।

তাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা হবে। এ সম্পর্কেও কিছু বলছি। প্রথমে বাহ্যিক জ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে এখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হচ্ছে। এ সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থ হলো, সেই বিশেষ জ্ঞান যা খোদা তা'লার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্ক রাখে। যেমন অদৃশ্যের জ্ঞান যা তিনি তাঁর এমন বান্দার কাছে প্রকাশ করেন যাকে তিনি পৃথিবীতে কোন বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত করেন যাতে আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ পায় এবং এরফলে মানুষের ঈমান সতেজ হয়। অতএব এই ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বিশেষ দানে ভূষিত করেছেন এবং অদৃশ্যের জ্ঞান-ভিত্তিক শত শত স্বপ্ন ও ইলহাম আমার প্রতি হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই যখন খিলাফতের কোন ধারনাই মাথায় আসা সম্ভব ছিল না আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমার প্রতি ইলহাম হয়,

"ইন্নাল্লাযিনাত্তাবাউকা ফাওকাল্লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ্" অর্থাৎ তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীরা তোমার বিরুদ্ধবাদীদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত জয়যুক্ত থাকবে। এই ইলহাম আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে শোনালে তিনি তা লিখে রাখেন। এটি সেই আয়াত যা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সেখানে শব্দগুলো এমন,

"ওয়া জায়েলুল্লাযিনাত্তাবাউকা ফাওকাল্লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ্" অর্থ আমি তোমার অস্বীকারকারীদের ওপর তোমার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় দান করব। কিন্তু আমার প্রতি যে ইলহাম হয়েছে তা হলো,

"ইন্নাল্লাযিনাত্তাবাউকা ফাওকাল্লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ্" যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি জোরালো এবং তাকিদপূর্ণ। অর্থাৎ আমি আমার সত্তার কসম করে বলছি, আমি নিশ্চয় তোমার অনুসারীদের তোমার অস্বীকারকারীদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় দান করব। এই ইলহাম যেমনটি আমি বলেছি, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে শোনালে তিনি তা লিখে রাখেন। আমি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধুদের এই ইলহামটি শুনিয়ে আসছি। দেখ এরফলে কীভাবে আমার বিরোধিতা হয়েছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বিজয় দান করেন। গয়ের মুবাঈন বা লাহোরীরা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের যুগে এই কথা বলে প্রপাগান্ডা করতো যে, এক বাচ্চার কারণে জামাতকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু তাদের এই প্রপাগান্ডা সম্পূর্ণ বিফল প্রমাণিত হয়।

আমি এসব বিষয় সম্পর্কে এতটাই অনবহিত ছিলাম যে, একদিন ফজরের নামাযের সময় আমি হযরত আম্মাজানের কক্ষে যা একেবারেই মসজিদ-সংলগ্ন, নামাযের অপেক্ষায় পায়চারি করছিলাম। তখন মসজিদ থেকে আমি মানুষের উচ্চস্বরে কথা শুনতে পাই যেন তারা কোন বিষয় নিয়ে ঝগড়া করছে। এরমধ্য থেকে একটি কণ্ঠ আমি চিনতে পারি যা শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের কণ্ঠ ছিল। আমি শুনতে পাই, তিনি অতি উত্তেজিত কণ্ঠে বলছেন যে, তাক্বওয়া অবলম্বন করা উচিত। খোদার ভয় নিজেদের হৃদয়ে ধারণ করা উচিত। এক বালককে এগিয়ে দিয়ে জামাতকে ধ্বংস করা হচ্ছে। এক বালকের কারণে এসব বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই বিষয় সম্পর্কে তখন আমি এতটাই অনবহিত ছিলাম যে, তার একথা শুনে আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে, কে-সেই বালক ? যার জন্য বা যার সম্পর্কে একথা বলা হচ্ছে? আমি বাইরে বেরিয়ে আসি আর খুব সম্ভব শেখ ইয়াকুব আলী সাহেবকে জিজ্ঞেস করি, আজ মসজিদে হৈ-চৈ এর কারণ কি, আর শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব এই কথা কি বলছিল যে, এক বাচ্চার কারণে এই নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে? সেই বাচ্চা কে যার প্রতি শেখ সাহেব ইঙ্গিত করছিলেন? তিনি হেসে বলেন, তুমিই সেই বাচ্চা আর কে হতে পারে? যেন আমার ও তাদের দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যায়: বলা হয়, এক অন্ধ এবং এক চক্ষুষ্মান উভয়ে এক পাতে খেতে বসে। অন্ধ মনে করে, আমি তো দেখতে পাই না আর সে চক্ষুষ্মান, সে তো সবকিছুই দেখছে। অবশ্যই সে আমার চেয়ে বেশি খাচ্ছে। এই কথা মনে হতেই সে দ্রুত খাবার খেতে আরম্ভ করে। এরপর তার ধারণা হয়, আমার এই কাজ সে দেখে থাকবে তাই সেও হয়তো দ্রুত খাবার খেতে আরম্ভ করেছে এখন আমি কী করব? সে তখন দুই হাতে খাবার খেতে আরম্ভ করে। এরপর সে ভাবে, এটিও সে দেখতে পাচ্ছে তাই সেও হয়তো এখন দুই হাতে খাবার খেতে আরম্ভ করেছে। এখন আমি কি করে বেশি খেতে পারি? এ ভাবনা হৃদয়ে জাগতেই সে এক হাতে খাবার খেতে থাকে আর অন্য হাত দিয়ে ভাত নিজের থলেতে পুরতে থাকে। সে আবার ভাবে, আমার এই কাজও সে দেখে থাকবে তাই সেও হয়তো এমনটি করা শুরু করেছে। এই কথা মনে পড়তেই সে পুরো গামলা উঠিয়ে বলে এখন শুধু মাত্র আমার অংশই রয়ে গেছে। তুমি তোমার অংশ নিয়ে নিয়েছ। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির অবস্থা এমন ছিল যে, সে তখন পর্যন্ত এক লোকমাও খায়নি। সে এই অন্ধের কীর্তি দেখে মনে মনে হাসছিল যে, সে এটি কি করছে। খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, তাদের এবং আমার অবস্থা এমনই ছিল। তারা সেই অন্ধের মতো সবসময় ভাবে, সে এখন এমন করছে আর এভাবে জামাতকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করছে অথচ আমি কিছু জানতামইনা যে আমার বিরুদ্ধে কি কি হচ্ছে। আমি শুধুমাত্র খোদা তা'লার ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর কিছুই করতাম না। আর অবস্থা সম্পর্কে এতটাই অনবহিত ছিলাম যে, ভাবছিলাম হয়তো অন্য কোন বাচ্চার কথা বলা হচ্ছে যার দিকে তারা ইঙ্গিত করছে। যদিও এরা অনেক প্রভাবশালী ছিল এবং জামাতের ওপর তাদের বিশেষ প্রভাব ছিল তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকল অপপ্রচার ব্যর্থ করেন এবং আমাকেই এতে বিজয় এবং সফলতা দান করেন।

এরপর তিনকে চার করা সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, এ কথাও সঠিক নয় যে, তিনকে চার করার লক্ষণ আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমি বিভিন্ন আঙ্গিকে তিনকে চার করেছি।

প্রধানতঃ যেভাবে এটি ঘটেছে তাহলো, আমার পূর্বে মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব, মির্যা ফযল আহমদ সাহেব এবং মির্যা বশীর আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন আর চতুর্থত আমি। আর দ্বিতীয়তঃ আমার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিন জন পুত্র জন্ম নিয়েছেন আর এভাবে আমি তাদের তিনকেও চার করেছি অর্থাৎ মির্যা মুবারক আহমদ, মির্যা শরীফ আহমদ, মির্যা বশীর আহমদ আর চতুর্থ ছিলাম আমি। আর তৃতীয়তঃ এভাবেও আমি তিনকে চারে পরিণতকারী হয়েছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবন্ত সন্তানদের মধ্যে আমরা তিন ভাই, অর্থাৎ আমি, মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এবং মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ঈমান রাখার কারণে তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব তাঁর আধ্যাত্মিক বংশধরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর যুগে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন নি। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি স্বপ্ন থেকে বুঝা যেত যে, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য হিদায়াত নির্ধারণ করে রেখেছেন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর পর খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের যুগে তিনি আহমদীয়াত ভুক্ত হননি। যখন আমার যুগ আসে তখন আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবস্থা করেন যে, তিনি আমার মাধ্যমে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন। এভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক পুত্রকে আল্লাহ্ তা'লা অসাধারণ পরিস্থিতিতে আমার হাতে বয়আত গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন। অথচ তিনি আমার বড় ভাই ছিলেন আর বড় ভাইয়ের জন্য ছোট ভাইয়ের হাতে বয়আত করা খুবই কঠিন একটি বিষয় হয়ে থাকে। যেমন বয়আতের পর তিনি স্বয়ং বলেন, আমি দীর্ঘদিন এ কারণে বয়আত করা থেকে বিরত ছিলাম, যদি আমি বয়আত করতাম তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতেই করতাম অথবা খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের হাতে করতাম কেননা, তাদের ওপর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আমার নিজের ছোট ভাইয়ের হাতে আমি কীভাবে বয়আত করতে পারি ? কিন্তু মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব বলেন, অবশেষে আমি মনে মনে বললাম, এই পেয়ালা আমাকে পান করতেই হবে। অতএব তিনি আমার হাতে বয়আত করেন আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তিনকে চারে পরিণতকারী বানিয়েছেন কেননা, প্রথমে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁর বংশধরদের মধ্যে আমরা কেবল তিন ভাই ছিলাম এরপর তিন থেকে চার হয়ে যাই। এরপর এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমি তিনকে চার করেছি, আমি ইলহামের চতুর্থ বছর জন্ম গ্রহণ করি। ১৮৮৬ সনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আর ১৮৮৯ সনে আমার জন্ম হয় অর্থাৎ ১৮৮৬ এক, ১৮৮৭ দুই, ১৮৮৮ তিন এবং ১৮৮৯ চার। অর্থাৎ তিনকে চার করা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে

যেন এই সংবাদও দেয়া হয়েছিল, আমার জন্ম ভবিষ্যদ্বাণীর চতুর্থ বছরে হবে আর এভাবেই আমি তিনকে চারে পরিণত করবো আর এমনটিই হয়েছে এবং সে অনুসারে আমার জন্ম হয়েছে।

ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, পঞ্চম সংবাদ যা দেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে, তার আবির্ভাব ঐশী গৌরব এবং প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। এটিও আমার যুগে পূর্ণ হয়েছে অতএব আমার খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হতেই প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ হয় আর এখন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হচ্ছে যার মাধ্যমে ঐশী গৌরব এবং প্রতাপ প্রকাশ পাচ্ছে। সম্ভবতঃ কেউ বলতে পারে, এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষ বেঁচে আছে। এই সকল যুদ্ধকে যদি তুমি নিজের সত্যতার পক্ষে উপস্থাপন করতে পার তাহলে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিই বলতে পারে, এই যুদ্ধ আমার সত্যতার প্রমাণ। এ সম্পর্কে আমার উত্তর হচ্ছে, যদি সেই লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি মানুষ যারা এখনও বেঁচে আছেন তাদের এই যুদ্ধের সংবাদ পূর্বেই দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এই যুদ্ধ প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তির সত্যতার আলামত হতে পারে বা তাদের সত্যতার লক্ষণ হতে পারে। কিন্তু যদি তাদেরকে এই যুদ্ধের সংবাদ পূর্বে না দেয়া হয় তাহলে যাকে এসব যুদ্ধের বিস্তারিত সংবাদ দেয়া হয়েছে, বলা হবে এই ঐশী প্রতাপ তার জন্য ।

সে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। যখন আমি খলীফা হই তখন আমাদের ভাণ্ডারে কেবল চৌদ্দ আনা পয়সা ছিল এবং আঠার হাজার রূপি ঋণ ছিল। এমনকি যখন আমি আমার খিলাফতের যুগে প্রথম বিজ্ঞাপন রচনা করি যার বিষয়বস্তু ছিল " কে আছে যে খোদার কাজকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে", তা ছাপানোর জন্যও আমার কাছে কোন অর্থ ছিল না। তখন আমাদের নানাজানের কাছে কিছু চাঁদার অর্থ জমা ছিল যা তিনি মসজিদ খাতে লোকদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। সেই চাঁদা থেকে দুইশত টাকা তিনি বিজ্ঞাপন ছাপানোর জন্য দেন এবং বলেন, যখন বাইতুল মালে চাঁদা আসা আরম্ভ হবে তখন এই ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। এক কথায় তখন তার কাছ থেকে দুইশত রূপি ঋণ নিয়ে এই বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। কিন্তু তখন যখন জামাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আমার বিরোধী ছিল, যখন জামাতের ভাণ্ডার শূন্য ছিল, যখন শুধু মাত্র চৌদ্দ আনা পয়সা এই ভাণ্ডারে জমা ছিল। এক রূপিতে ষোল আনা হয় অর্থাৎ পুরো এক রূপিও নয়। আর বর্তমান যুগের হিসেবে ৮৭/৮৮ পয়সা। অপরদিকে আঞ্জুমানের ওপর আঠার হাজার রূপির ঋণ ছিল, আঞ্জুমানের অধিকাংশ সদস্য আমার বিরোধী ছিল, আঞ্জুমানের সেক্রেটারী আমার বিরোধী ছিল, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আমার বিরোধী ছিল তখন আমি খোদার ইচ্ছায় সেই বিজ্ঞাপনে এই বাক্য প্রকাশ করেছিলাম, খোদা চান আমার হাতে জামাতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হোক খোদার এই ইচ্ছাকে এখন কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। তারা কি দেখে না, তাদের সামনে মাত্র দু'টি পথই খোলা আছে হয় তারা আমার হাতে বয়আত করে জামাতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবে অথবা কামনা-বাসনার অনুসরণে সেই পবিত্র বাগানকে উপড়ে ফেলুক যাতে পবিত্র লোকেরা রক্তাশ্রু সিঞ্চন করেছেন। পূর্বে যা কিছু হয়েছে তাতো হয়েছেই কিন্তু এখন এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জামাতের ঐক্যের

একটাই পথ আর তাহলো যাকে খোদা তা'লা খলীফা নিযুক্ত করেছেন তাঁর হাতে বয়আত করা নতুবা প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে এর বিরুদ্ধে যাবে সে বিবেধের কারণ হবে। এরপর তিনি বলেন, আমি লিখেছি, পুরো পৃথিবীও যদি আমাকে মেনে নেয় তাহলেও আমার খিলাফত বড় হতে পারে না আর খোদা না করুক সবাই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে তাহলেও আমার খিলাফতে কোন পার্থক্য আসতে পারে না। যেভাবে নবী একাই নবী হন সেভাবে খলীফাও একাই খলীফা হন। অতএব কল্যাণমন্ডিত তারা যারা খোদার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। খোদা তা'লা আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন তা অনেক ভারী আর যদি তাঁর সাহায্য আমার সাথে না থাকে তাহলে আমি কিছুই করতে পারব না। কিন্তু সেই পবিত্র সত্তার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, তিনি অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন। মোটকথা বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতা হয়েছে, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়, অভ্যন্তরীণ এবং বাহিরগতও; কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে, জামাতকে উন্নতির রাজপথে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দিয়েছেন ।

তিনি বন্দীদের মুক্তির কারণ হবেন। এটিও একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তিনি বন্দীদের মুক্তির কারণ হবেন। আল্লাহ্ তা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণীও আমার মাধ্যমে পূর্ণ করেছেন। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমে সেসব জাতিকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন যাদের প্রতি মুসলমানদের কোন মনোযোগ ছিলনা এবং তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অধঃপতিত অবস্থায় ছিল। তারা বন্দীদের মতই জীবন-যাপন করছিল। তাদের মাঝে শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল না এবং তাদের উন্নতমানের কোন সংস্কৃতিও ছিল না আর তাদের তরবীয়ত ও শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না; যেমন আফ্রিকার দূর-দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল। জগত তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। তারা শুধুমাত্র বেগার খাটতো আর চাকর-বাকরের কাজে লাগতো। এখন পশ্চিম আফ্রিকার একজন প্রতিনিধি (যে জলসায় হুযূর (রা.) বক্তৃতা করছিলেন সেই জলসায় পশ্চিম আফ্রিকার একজন প্রতিনিধিও বক্তৃতা করেছেন। তার বরাতে হুযূর বলেন, তিনি এখনই আপনাদের সামনে বক্তৃতা করেছেন) এই দেশের কিছু মানুষ শিক্ষিত কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে এমন অনেক মানুষও রয়েছে যারা কাপড়ও পরিধান করতো না এবং উলঙ্গ চলাফেরা করত। আর এমন বন্য লোকদের মধ্য হতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার মাধ্যমে সহস্র সহস্র মানুষ ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছে। সেখানে ব্যাপক হারে খ্রিষ্ট ধর্ম ছড়িয়ে পড়ছিল এবং এখনও কোন কোন এলাকায় খ্রিষ্ট ধর্মের প্রাধান্য রয়েছে। কিন্তু আমার নির্দেশনা অনুসারে সেসব অঞ্চলে আমাদের মুবাল্লিগগণ গিয়েছেন এবং তারা মুশরিকদের মধ্য হতে সহস্র সহস্র মানুষকে মুসলমান বানিয়েছেন এবং হাজার হাজার মানুষকে খ্রিষ্টানদের থাবা থেকে টেনে ইসলামের দিকে নিয়ে এসেছেন। খ্রিস্টানদের ওপর এর এত বড় প্রভাব পড়েছে, ইংল্যান্ডে পাদ্রীদের অনেক বড় একটি সংগঠন রয়েছে যারা সরকারের মদদপুষ্ট এবং সরকারের পক্ষ থেকে খ্রিষ্ট ধর্মের তবলীগ এবং প্রচারের কাজে নিয়োজিত। পশ্চিম আফ্রিকায় খ্রিষ্ট ধর্মের উন্নতি কেন বন্ধ হয়ে গেছে তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার একটি কমিশন গঠন করেছে। সেই

কমিশন সংগঠনের সামনে যে রিপোর্ট উপস্থাপন করে তাতে ডজনোর্ধ্ব স্থানে আহমদীয়া জামাতের উল্লেখ রয়েছে এবং তারা লিখেছে, এই জামাত খ্রিষ্ট ধর্মের উন্নতি-অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছে। মোটকথা পশ্চিম আফ্রিকা এবং আমেরিকা উভয় দেশে হাবশী জাতিগোষ্ঠী ব্যাপক হারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা এসব জাতির মাঝে তবলীগ করার সুযোগ করে দিয়ে আমাকে এসব বন্দীর মুক্তিদাতা বানিয়েছেন এবং তাদের জীবনের মান উন্নত করার তৌফিক দিয়েছেন।

এরপর তিনি বলেন, বন্দীদের মুক্তির দিক থেকে কাশ্মিরের ঘটনাও এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নের এক শক্তিশালী প্রমাণ এবং যে ব্যক্তিই এই বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করবে সে এটি না মেনে পারবে না যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমেই কাশ্মিরীদের মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের শত্রুদের পরাস্ত করেছেন। তিনি বলেন, এই ভবিষ্যদ্বাণীর দু'টো অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ হচ্ছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই সংবাদ দেয়া হয়েছিল, আমি তোমার নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব। এখন শুধুমাত্র পুত্র জন্ম নেয়ার মাধ্যমে তার নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছতে পারত না যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর হাতে এমন কাজ সাধিত না হতো যদ্বারা গোটা বিশ্বে তিনি সুখ্যাতি লাভ করতেন। অনেক বড় বড় লেখক হয়ে থাকেন যারা সারা জীবন বই-পুস্তক লেখার কাজে রত থাকেন এ কারণে তাদের নাম বিখ্যাত হয়। অনেকে বড় কাজ করে আবার অনেকেই মন্দ কাজের কারণেও পরিচিতি লাভ করে। অনেক বড় বড় চোর-ডাকাতের নাম সম্পর্কেও মানুষ অবহিত হয় কিন্তু তাদের ভালো এবং মন্দের খ্যাতি জগতজোড়া হয় না। কোন একটি এলাকা বা দেশের কোন একটি অঞ্চলে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই সংবাদ দিয়েছিলেন, সে তাঁর (আ.)-এর নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবে। অতএব তিনি যদি অসাধারণ পরিস্থিতিতে খ্যাতি লাভ করেন কেবল তবেই এই ভবিষ্যদ্বাণী এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী গণ্য হতে পারে। অতএব আমরা দেখেছি, এমনটিই হয়েছে। যখন আমি জন্ম নেই তার দুই আড়াই মাস পরই তিনি মানুষের বয়আত গ্রহণ আরম্ভ করেন আর এভাবে পৃথিবীতে জামাতে আহমদীয়ার ভিত রচিত হয়। তিনি (রা.) বলেন, আমি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম এবং আহমদীয়াত প্রচারের জন্য মিশন প্রতিষ্ঠা করেছি। এখন যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইন্তেকাল করেন তখন শুধুমাত্র ভারত এবং আফগানিস্তানের কোন কোন এলাকায় আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্য কোন জায়গায় আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেছিলেন, তিনি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠার তৌফিক দিয়েছেন। অতএব আমি আমার খিলাফতের শুরুতেই ইংল্যান্ড, সিলোন এবং মরিশাসে আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করি। এরপর এই ধারা ধীরে ধীরে প্রবল রূপ ধারণ করে এবং বাড়তে থাকে। যেমন ইরানে, রাশিয়াতে, ইরাকে, মিশরে, সিরিয়াতে, ফিলিস্তিনে, লেগোঁসে,

নাইজেরিয়াতে, গোল্ড কোস্টে (গোল কোস্ট আজকাল ঘানা নামে পরিচিত), সিয়েরালিওনে, ইস্ট আফ্রিকাতে, ইউরোপে ইংল্যান্ড ছাড়াও স্পেন, ইতালি, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, যুগোস্লাভীয়া, আলবেনীয়া, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, চীন, জাপান, মালায়া, স্টেইট সেটেলমেন্ট, সুমাত্রা, জাভা, স্লোভীয়া, কাশগারে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এসব দেশে অনেক মুবাল্লিগ শত্রুদের হাতে বন্দী আছে, অনেকে কাজ করছেন এবং অনেকগুলো মিশন যুদ্ধের কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, তখন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ চলছিল।

মোটকথা পৃথিবীর এমন কোন জাতি নেই যা আজ আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে অবহিত নয়। পৃথিবীর এমন কোন জাতি নেই যারা আজ এটি অনুভব করে না যে, আহমদীয়াত এক ক্রমবর্ধ্বমান প্লাবন যা তাদের দেশের দিকে ধেয়ে আসছে। বিভিন্ন সরকার এই প্রভাবকে অনুভব করছে বরং কতিপয় সরকার একে দমন করার চেষ্টাও করে। আর এটি কেবল সেই যুগেরই কথা নয় আজকালও এমনটি আমরা দেখছি। রাশিয়াতে যখন আমাদের মুবাল্লিগ যান তখন তাকে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে, মারধর করা হয়েছে, পেটানো হয়েছে এবং দীর্ঘদিন তাকে বন্দী রাখা হয়েছিল কিন্তু যেহেতু খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল, এই জামাতকে তিনি বিস্তৃত করবেন এবং আমার মাধ্যমে একে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি দিবেন তাই তিনি তাঁর অপার অনুগ্রহ এবং দয়ায় এসব স্থানে আহমদীয়া জামাতকে পৌঁছে দিয়েছেন বরং অনেক স্থানে বড় বড় জামাতও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভবিষ্যদ্বাণীর বিভিন্ন অংশ রয়েছে যা তাঁর সত্তায় বড় মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে এবং কয়েক বার তা পূর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে তা পূর্ণ হয়েছে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রকাশ করে চলেছে। মহানবী (সা.) এবং ইসলামের মহিমা বৃদ্ধি করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি সর্বদা নিজ রহমত বর্ষণ করা অব্যাহত রাখুন এবং আমাদেরকেও নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা জামাতের মুবাল্লিগ মোকাররম মওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীক শাহেদ সাহেব গুরুদাসপুরীর। তিনি মোকাররম মিঞাঁ করমদ্বীন সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখে ৮৭ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি বিভিন্ন দেশে এবং জামাতের কেন্দ্রে বিভিন্ন পদে থেকে দীর্ঘ ৬০ বছর জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তার গোটা জীবন ধর্মসেবা, লাগাতার সংগ্রাম, দাওয়াত ইলাল্লাহ্ এবং খিলাফতের আনুগত্যের জন্য ছিল নিবেদিত। যতদিন সুস্থ ছিলেন তিনি সর্বদা ধর্মসেবায় রত ছিলেন। কিছু কাল পূর্বে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন যে কারণে তিনি সজ্জাশায়ী ছিলেন। ৩১শে অক্টোবর ১৯২৮ সনে বাটালা তহশীলের লোধী নাঙ্গলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৪ সনে তার পিতা মিঞাঁ করমদ্বীন সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করার

সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মৌলভী সাহেব অর্থাৎ মওলানা সিদ্দীক সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর ১৯৪০ সনে কাদিয়ান এসে মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ভর্তি হন। আল্লাহ্‌র কৃপায় মেধাবী ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর ক্লাসে প্রথম বা দ্বিতীয় হতেন। ১৯৪৭ সনে তিনি মাদ্রাসা পাশ করার পর জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। ১৯৪৯ সনে জামেয়ার ছাত্রাবস্থায় মৌলভী ফাযেল পাশ করেন। ১৯৫০ সনে জামেয়াতুল মোবাশ্বেরীনের প্রথম যে মুরুব্বী ক্লাস ছিল তাতে ভর্তি হন আর ১৯৫২ সালে তিনি শাহেদ পাশ করেন। এরপর তবলীগের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমবার পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরালিওন গমন করেন। ২৩শে অক্টোবর, ১৯৫২ সনে তিনি করাচী হতে সামুদ্রিক জাহাজ যোগে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এখানে এক মাস অবস্থানের পর ডিসেম্বরে সামুদ্রিক জাহাজে চেপেই তিনি সিয়েরালিওনে পৌঁছেন। সেখানে চার বছর দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র দায়িত্ব পালন করার পর তিনি ১৯৫৬ সনের ১৯শে অক্টোবর পাকিস্তানে ফিরে যান। তিন বছর পর্যন্ত কেন্দ্রে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। ডিসেম্বর ১৯৫৯ সনে আমীর এবং মিশনারী ইনচার্জের দায়িত্ব দিয়ে পুনরায় তাকে সিয়েরালিওনে পাঠানো হয়। ১৯৬২ সন পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৬৬ সনে তিনি ঘানার আক্রা পৌঁছেন এবং সল্টপণ্ডে প্রায় দুই বছর পর্যন্ত আহমদীয়া মিশনারী ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে তৃতীয় বারের মত সিয়েরালিওনে নিযুক্ত হন এবং ২৪শে মে, ১৯৭২ সন পর্যন্ত আমীর এবং মিশনারীর ইনচার্জের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। ৩১শে জুলাই, ১৯৭৩ সনে আমেরিকা গমন করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে চার বছর যুক্তরাষ্ট্রে জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। তার আমীর হিসেবে সিয়েরালিওনে দায়িত্ব পালনকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) সেসময় প্রথমবার আফ্রিকা সফর করেছিলেন। তখন তিনি সেখানেই ছিলেন। পাকিস্তানে বিভিন্ন বিভাগে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। অত্যন্ত বিনয়ী, নিঃস্বার্থ এবং লোক-দেখানো বা রিয়ার ঊর্ধ্বে, পরিশ্রমী ও নিরব সেবক ছিলেন। সাদাসিদে প্রকৃতির ছিলেন। গভীর জ্ঞান এবং লেখালেখির শখ ছিল। নিজ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার আলোকে দৈনিক আল্ ফযলের মাধ্যমে জামাতের সদস্যদের উপকৃত করতেন। বিভিন্ন সময় তার লেখা প্রবন্ধ আল্ ফযল পত্রিকার সৌন্দর্য বন্ধন করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন পশ্চিম আফ্রিকা সফরে গিয়েছিলেন তখন তিনি কয়েকজন মুবাল্লিগ সম্পর্কে বলেছিলেন, তারা নাঈম এ অধিষ্ঠিত অর্থাৎ অত্যন্ত উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত আর তাদের মাঝে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার নামও উল্লেখ করেছিলেন।

গোলবাজার এলাকার মোহতরম খলীল আহমদ সাহেবের কন্যা আমাতুল মজীদ সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয় যিনি তার স্বামীর সাথে ওয়াক্‌ফের চেতনা নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পাঁচ পুত্র এবং দু'জন কন্যা সন্তান দান করেছেন। তার এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ মাকসুদ আহমদ ক্বমর সাহেবের সাথে এবং তার এক পুত্র সাঈদ খালিদ সাহেব জামাতের মুরুব্বী হিসেবে আমেরিকায় কর্মরত আছেন। সাঈদ খালিদ সাহেব লিখেন,

আমার পিতা জামাতের একজন নিবেদিত প্রাণ সেবক, কোমলমতি, বিনয়ী, ইবাদতকারী, সংগ্রামী এবং খোদার ওপর ভরসাকারী ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি লিখেন, যখন থেকে বুঝতে শিখেছি আমি তার চরিত্রের দু'টি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য দেখেছি। প্রথমত ইবাদতের প্রতি সুগভীর আকর্ষণ অর্থাৎ খোদার অধিকার প্রদান আর দ্বিতীয়ত তাঁর ধর্মের সেবা এবং জামাতের প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য। সর্বাবস্থায় তিনি মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন। জীবনের শেষ বয়সে হাঁটুতে সমস্যা থাকার কারণে তিনি হেঁটে বা সাইকেল চালিয়ে মসজিদে যেতে পারতেন না তাই আমার ডিউটি ছিল, আমি আব্বাজানকে গাড়িতে করে নিয়মিত মসজিদে নিয়ে যেতাম। যদি কোন কারণে আমার বিলম্ব হতো তাহলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন, আমার নামায নষ্ট হয়েছে। ফরয নামাযের মতো সর্বদা তাহাজ্জুদ নামাযও নিয়মিত পড়তেন। কখনোই এতে ব্যতিক্রম করতেন না। সফর করে ক্লান্ত হয়ে ফিরলেও তিনি কখনও তাহাজ্জুদ নামায নষ্ট হতে দিতেন না। তিনি আরও বলেন, পাতিলে যেভাবে গরম পানি ফুটতে থাকে সেভাবে নামাযে আমি তার কান্নার আওয়াজ শুনতাম অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযে। সন্তানদের নামাযের ব্যাপারেও তিনি চিন্তিত থাকতেন এবং সন্তানদের সাথে তিনি যদি কখনও কড়াকড়ি করতেন তাহলে শুধুমাত্র বাজামাত নামাযের জন্যই করতেন। আমাদের এই মুবাল্লিগ সাঈদ খালিদ সাহেব আরও লিখেন, তিনি যেহেতু পিতার সেবা করতেন তাই ২০১০ সনে যখন তার আমেরিকাতে পদায়ন হয় তখন তিনি বলেন, আমার চিন্তা হচ্ছে তাই আমি খলীফায়ে ওয়াক্তকে এই অজুহাতের কথা লিখে দিচ্ছি; তখন তিনি বলেন, কখনও এমনটি করো না, তুমি ওয়াকেফে যিন্দেগী তাই তাড়াতাড়ি যাও।

এরপর তিনি বলেন, খিলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল। খুতবায় হুযূর যা বলতেন এর একেকটি কথার ওপর আমল করার চেষ্টা করতেন এবং আমাদেরকেও তা পালন করতে বলতেন। আল্লাহ্‌র ওপর গভীর আস্থা ছিল। তিনি বলেন, একবার আমার ভাই আমেরিকা থেকে আসেন এবং তিনি জানতে পারেন যে, অর্থ না থাকার কারণে ঘরের কোন এক প্রয়োজন পূর্ণ হচ্ছিল না। ভাই আব্বাজানকে বলেন, আপনি আমাকে কেন বলেননি? তিনি ভাইকে কাছে বসিয়ে বলেন, যদি অর্থ চাইতেই হয় তবে আমি কেন আমার খোদার কাছে চাইব না? তাই তোমার কাছে আমি চাইব না। তুমি নিজের সামর্থ অনুসারে যে সেবা করতে চাও তা করতে পার।

তার এক পুত্র আমেরিকাতে ইঞ্জিনিয়ার তিনি বলেন, আমি লাহোর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করি এবং আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করি। ভর্তি হওয়ার পর আমি ছাত্র ভিসার জন্য আবেদন করি কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু সমস্যা ছিল। অল্প কিছু দিনের ভেতর আমেরিকাতে ক্লাশ শুরু হতে যাচ্ছিল বলে আমার দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিল। পিতা আফ্রিকাতে ছিলেন। অবস্থার কথা উল্লেখ করে আমি তাকে দোয়ার জন্য লিখি। আমি লাহোরেই ছিলাম। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠার পর আমার মনে হল, আমেরিকান কনস্যুলেটে একবার যাওয়া উচিত। তাই আমি সেখানে

চলে যাই। আমেরিকান কনস্যুলেট বলেন, তুমিতো এখন পর্যন্ত টেস্ট পাশ করনি এখানে কীভাবে চলে এলে। আমি তাকে পুরো ঘটনা খুলে বলি। ভর্তির কথা বলি। ক্লাশ শুরু হতে যাচ্ছে একথাও তাকে জানাই। তখন আমি বলি, যদি আমার মান উন্নত না হতো তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ভর্তির সুযোগ দিত না। তখন আমেরিকান দূতাবাসের কর্মকর্তা আমাকে বলেন, তুমি বস। তারপর আধা ঘন্টা পর আমাকে ভিসা দিয়ে দেয়। যখন আমি রাবওয়া ফিরে আসি তখন পিতার চিঠিও এসে গিয়েছিল যা আফ্রিকা থেকে দশ বারো দিন পূর্বে তিনি লিখেছিলেন। তাতে লেখা ছিল, আমি খোদার কাছে দোয়া করেছি আর খোদা আমাকে জানিয়েছেন, তুমি ভিসা পেয়ে গেছ।

তার মুরুব্বী জামাতা লিখেছেন, দোয়ার প্রতি তার গভীর বিশ্বাস ছিল। যখন তিনি সিয়েরালিওন থেকে ফিরে আসছিলেন আর খলীল আহমদ মুবাশ্বের সাহেবকে কাজের দায়িত্ব হস্তান্তর করছিলেন তখন খলীল সাহেব বলেন, কঠিন পরিস্থিতিতে আমার কী করা উচিত? এমন পরিস্থিতিতে জামাতকে কীভাবে সামলাব? আপনি কীভাবে সামলাতেন? তখন তিনি একটি কথাই বলেন, যখনই কঠিন পরিস্থিতি দেখা দিত দরজা বন্ধ করতাম, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এ কথাই বলেছেন, তখন আমি থাকি আর আমার খোদা সেখানে থাকেন। এই ব্যবস্থাপত্রই সকল বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায়।

মজীদ শিয়ালকোটি সাহেব লিখেছেন, মুরুব্বীদের মাঝে যদি কোন আলসেমি দেখা যেতো তাহলে তিনি খুব কড়াকড়ি করতেন কিন্তু তাদের অনেক খেয়ালও রাখতেন, অনেক আদরও করতেন। সর্বদা নিজের পানাহারের খরচ, সফরে গেলেও নিজের পকেট থেকেই তা ব্যয় করতেন। শুকনো বাদাম বা শুকনো মাছ খেয়ে নিতেন কিন্তু জামাতের ওপর খরচের বোঝা চাপাতেন না। জামাতের আরেক মুরুব্বী হানিফ কমর সাহেব লিখেন, যখন আমি সিয়েরালিওন যাই তখন পুরোনো মুবাল্লিগদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতাম। সেখানে আমাদের একজন আফ্রিকান আহমদী ভাই ছিলেন সালমান মাসতেরে সাহেব। তার সাথে সাক্ষাত হতো। মৌলভী সাহেব সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, উনি তো ফিরিশ্তা ছিলেন। আমাদের এই আফ্রিকান ভাইয়ের মন্তব্যটি একেবারেই সত্য। তার অনেক বৈশিষ্ট্য ও গুণ ছিল ফিরিশ্তা সদৃশ। আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে সর্বদা এমন ওয়াকেফীনে যিন্দেগী দান করুন। খোদার প্রতি দৃঢ় আস্থা এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং নিজ প্রিয়ভাজনদের নিকট তাকে স্থান দিন। তার সন্তানদের মাঝেও খিলাফত এবং জামাতের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করুন, বিশেষ করে তার জামাতা এবং পুত্র যারা ওয়াকেফে যিন্দেগী তাদের মাঝে। মোকাররম মওলানা সাহেবের প্রত্যাশা অনুযায়ী তাদেরকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে নিজেদের ওয়াক্ফের দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।